মহাদেশ পরিচিতি-১

শাহরিয়ার নেওয়াজ

প্রাচীন সভ্যতা

বিশ্ব মানচিত্রে প্রাচীন সভ্যতা

সভ্যতার নাম	অবস্থান	সময়কাল (প্রায়)	প্রধান অবদান
মেসোপটেমীয় সভ্যতা	টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝামাঝি (বর্তমান ইরাক)	খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ	চাকা, সেচব্যবস্থা, কিউনিফর্ম লিপি, গিলগামেশ
মিশরীয় সভ্যতা	নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চল (মিশর)	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ	হায়ারোগ্লিফিক লিপি, পিরামিড, প্যাপিরাস, চিকিৎসা
সিন্ধু সভ্যতা	সিন্ধু নদ অববাহিকা (ভারত-পাকিস্তান)	খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০–১৫০০ অব্দ	নগর পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা
ফিনিশীয় সভ্যতা	ভূমধ্যসাগর উপকূল (লেবানন)	খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ	সমুদ্র বাণিজ্য, বর্ণমালার উদ্ভাবন
পারস্য সভ্যতা	বর্তমান ইরান	খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০–৬০০ অব্দ	দক্ষ প্রশাসন, জরথুস্ট্রবাদ
হিব্রু সভ্যতা	প্যালেস্টাইন (জেরুজালেম কেন্দ্রিক)	খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ	একেশ্বরবাদ প্রচার
চীনা সভ্যতা	হোয়াং হো ও ইয়াংসি নদীর অববাহিকা	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ	আইডিওগ্রাফ লিখনপদ্ধতি, মহাপ্রাচীর, ঘুড়ি
গ্রিক সভ্যতা	গ্রিস উপদ্বীপ	খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ	দর্শন, গণতন্ত্র, অলিম্পিক গেমস, নাটক
রোমান সভ্যতা	ইতালি (রোম কেন্দ্রিক)	খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দ–৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ	আইন (Twelve Tables), স্থাপত্য (কলোসিয়াম, প্যানথিয়ন), সাহিত্য (ভার্জিল)
মায়া সভ্যতা	মধ্য আমেরিকা (মেক্সিকো, গুয়েতেমালা)	খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ	নগর উন্নয়ন (চিচেন ইৎজা), ক্যালেন্ডার
অ্যাজটেক সভ্যতা	বর্তমান মেক্সিকো	১৪শ শতক	কৃষি (ভুট্টা), সাম্রাজ্য বিস্তার
ইনকা সভ্যতা	দক্ষিণ আমেরিকা (পেরু)	১৪শ–১৬শ শতক	সড়ক ব্যবস্থা, মাচু পিচু

- BC = Before Christ
- AD = Anno Domini (In the Year of Our Lord)
- BCE = Before Common Era (equivalent of BC)
- CE = Common Era (equivalent of AD)

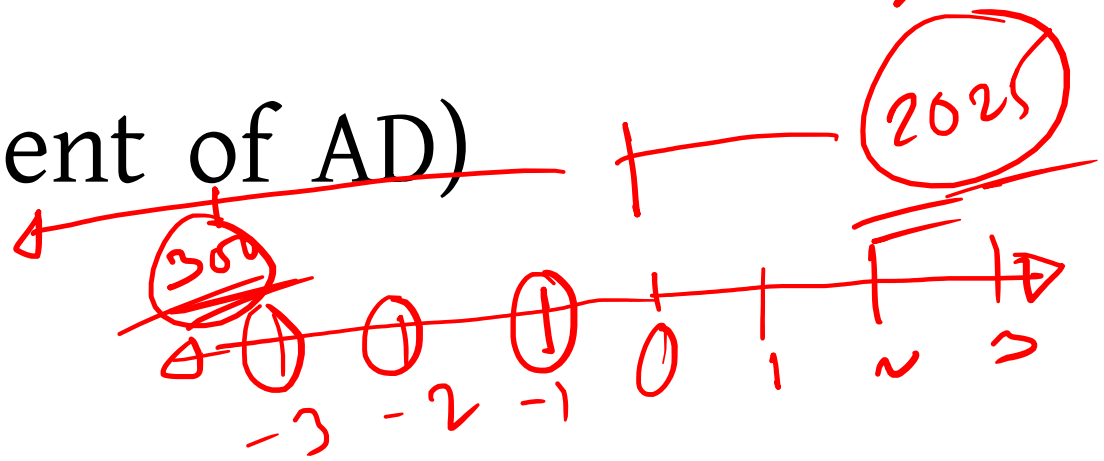

মেসোপটেমিয় সভ্যতা (Mesopotamian civilization)

অবস্থান: ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক ও কুয়েতের কিছু অংশ।

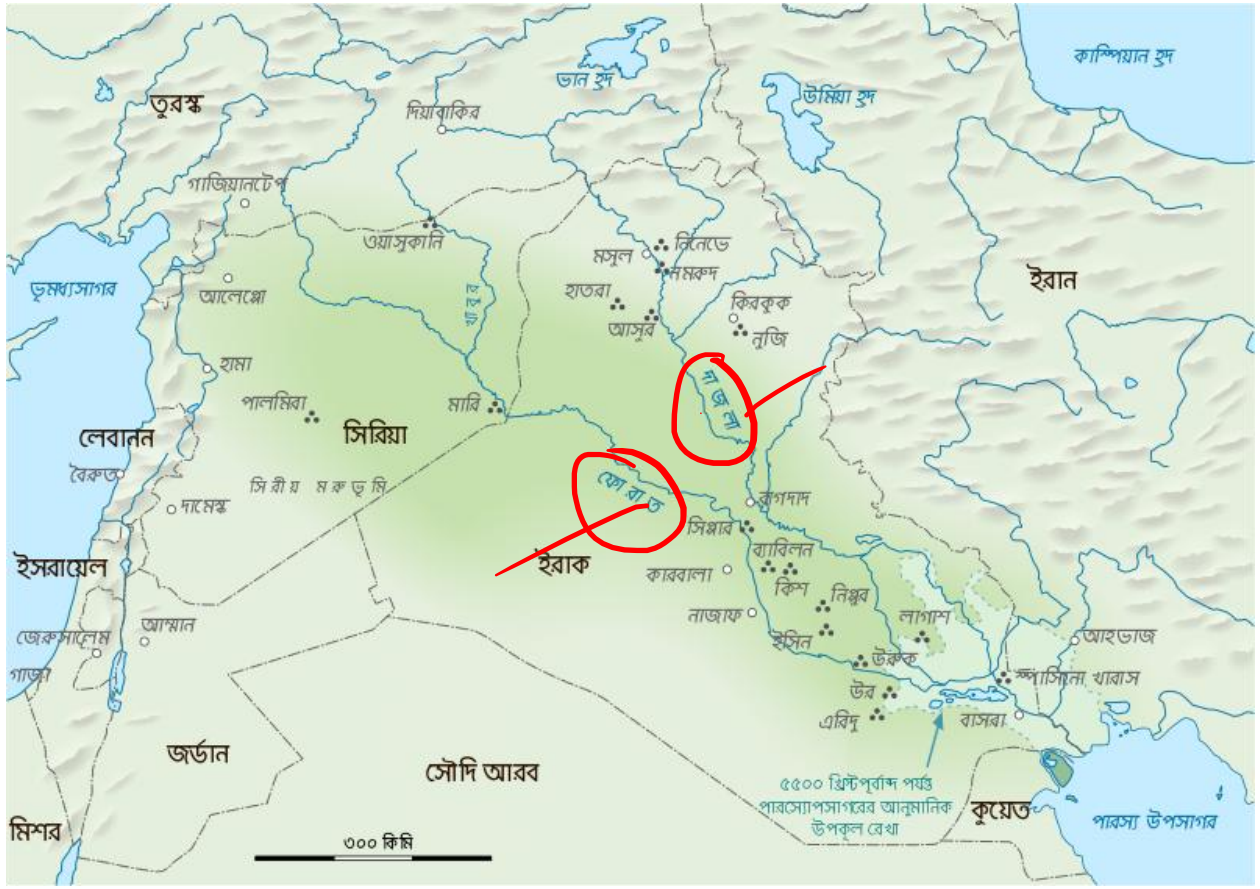

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

- ৫০০০ খ্রিস্টপূর্ব
- গ্রীক শব্দ মেসোপটেমিয়া
- যার অর্থ **দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি**

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

Location - The region along the banks of the Tigris (Dijla) and Euphrates (Furat) rivers.

মেসোপটেমিয় সভ্যতা

- সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। (The Oldest Civilizations)
- সেচ নির্ভর (Irrigation-dependent) সভ্যতা।

- মেসোপটেমীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা।
- ‘মেসোপটেমিয়া’ শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি’। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫০০০ অব্দে টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে।
- এই অঞ্চলকে অনেকে ‘Fertile Crescent’ বা ‘অর্ধাচন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূমি’ও বলে থাকে।

- আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে প্রাচীনকালে মেসোপটেমীয় সভ্যতার উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে ইরান, সিরিয়া, তুরস্ক ও কুয়েতের কিছু অংশ জুড়ে এই সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল।
- মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যেমন- সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, ক্যালডীয় ও আক্কাদীয় সভ্যতা। সভ্যতাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও একই ভূখণ্ডে গড়ে উঠার কারণে এগুলোকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলা হয়।

মেসোপটেমিয় সভ্যতার ৪ টি পর্যায়

১. সুমেরীয়

২. ব্যাবিলনীয়

৩. এসিরিয়

৪. ক্যালডিয়

সুমেরীয় সভ্যতা

- মেসোপটেমিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা (খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ)

অবস্থান: ইরাক

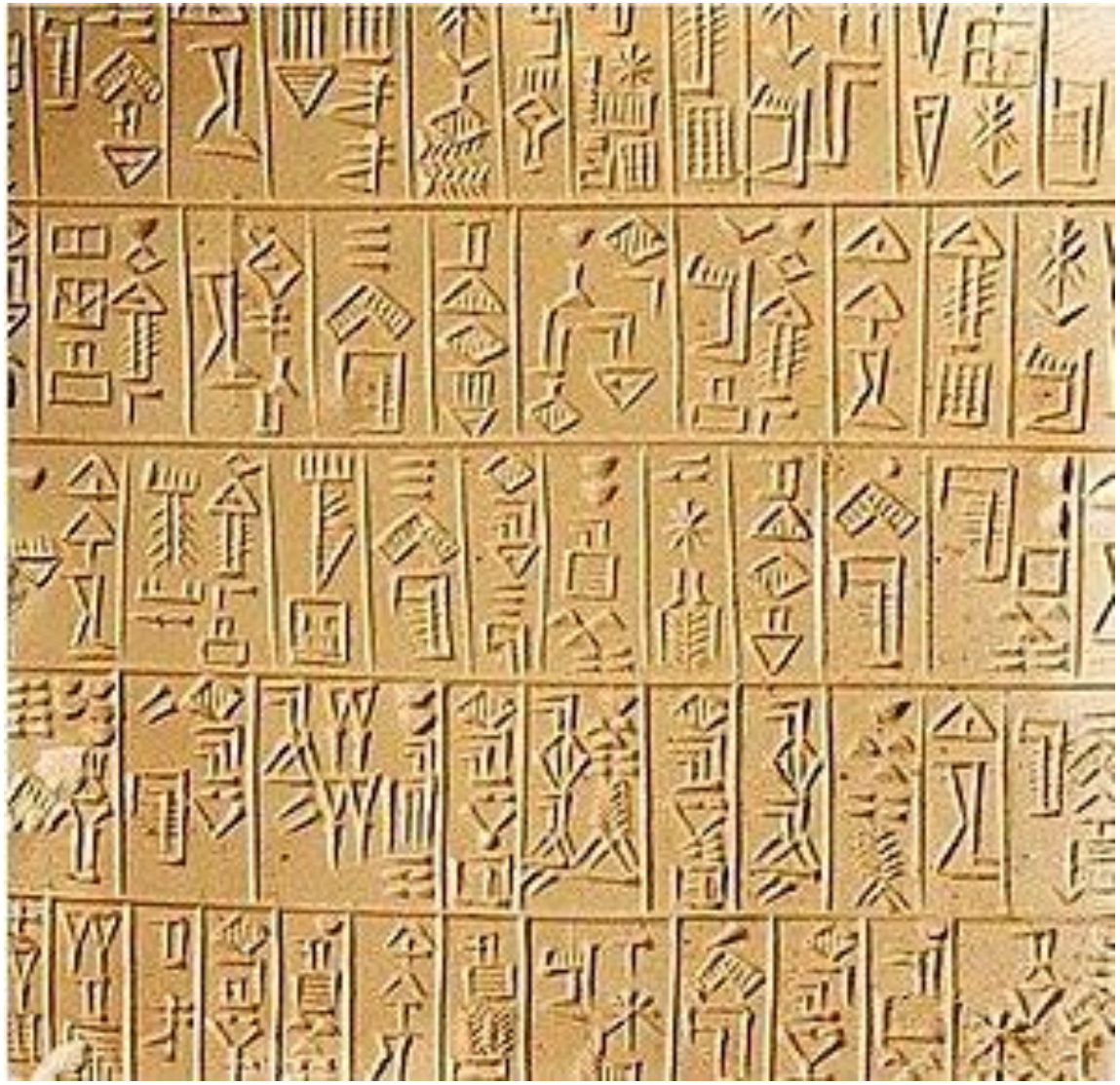

- সুমেরী একটি জাতির নাম। মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলায় প্রথম নেতৃত্ব দেয় সুমেরীয়রা। তাদের আদি বাসস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে।
- এদের একটি শাখা ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে। তাদের নামানুসারে এ অঞ্চলটির নাম হয় সুমেরীয় অঞ্চল। আর তাদের সভ্যতাকে বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতা।

সুমেরীয় সভ্যতার অবদান

- কিউনিফর্ম (লিখন পদ্ধতি/অক্ষর ভিত্তিক বর্ণলিপি, V এর মত)
- চাকা আবিষ্কার
- জলঘড়ি আবিষ্কার
- চন্দ্রপঞ্জিকা আবিষ্কার
- পৃথিবীর প্রথম আইন Code of Ur-Nammu রচিত হয়।

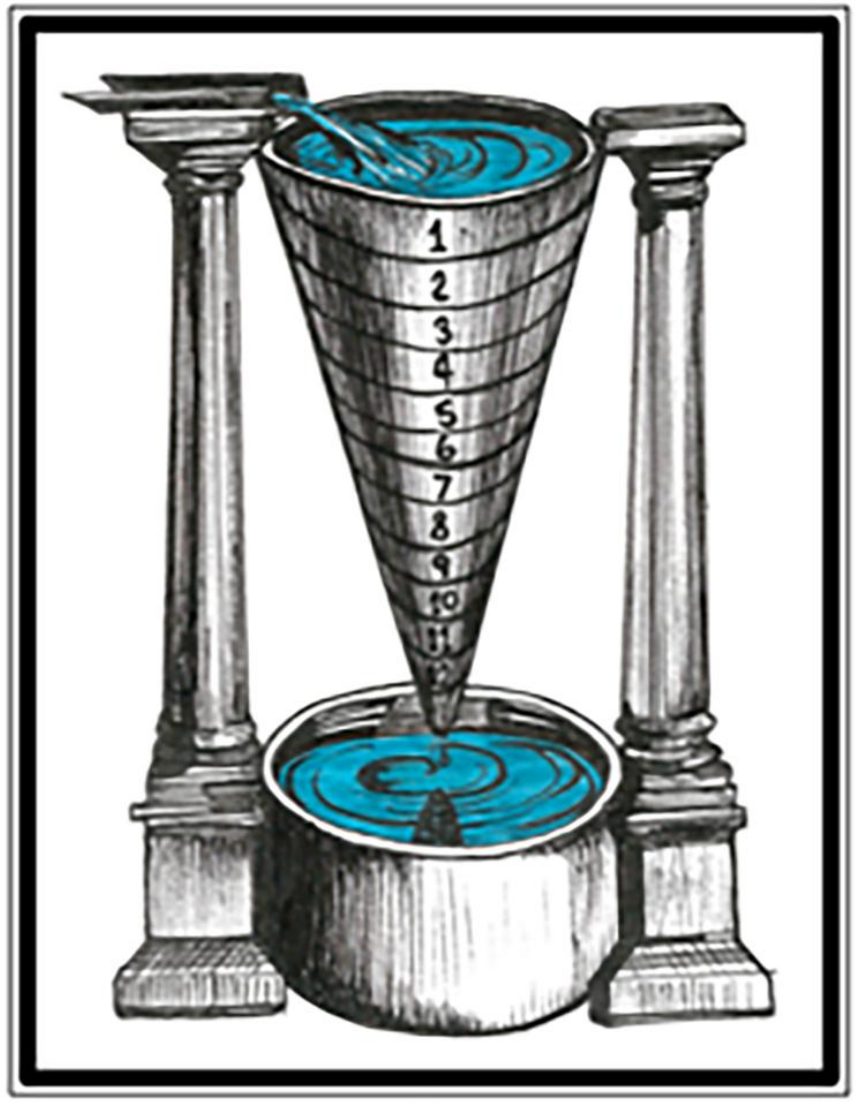

- সুমেরীয়রা কিউনিফর্ম (Cuneiform) নামক লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছিল। এটি পাঠোদ্ধারকৃত পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন লিপি। কিউনিফর্মকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক বর্ণলিপি (Letter Based alphabet)। যা মেসোপটেমীয় লিপি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা হয় বিখ্যাত মহাকাব্য 'গিলগামেশ' (Gilgamesh)। একে প্রায়শই সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়।
- সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট 'ডুঙ্গি' একটি আইনের কাঠামো গড়ে তোলেন। এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম আইন সংকলন (Code of Ur-Nammu)। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত ও অঙ্গের পরিবর্তে অঙ্গ কর্তন ছিল আইনের বিধান।
- এই সভ্যতার মানুষরা প্রথম সিলমোহর নির্মাণ করে। এছাড়াও ধাতব দ্রব্য খোদাই করে তারা মূর্তি তৈরি করত।

Code of Ur-Nammu

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- **অবস্থান – ইরাক**
- **সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের অ্যামোরাইট জাতি ২০৫০ খ্রিস্টপূর্বে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।**
- আমোরাইট নেতা হাম্মুরাবী ছিলেন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।
- ব্যাবিলনের উত্তরের গাথুর শহরের ধ্বংসাবশেষে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্র পাওয়া যায়।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- অবস্থান - ইরাক
- প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন হয়।

- ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান আইনের ক্ষেত্রে। এই সভ্যতায় প্রথম লিখিত আইন (Code of Hammurabi) প্রণয়ন হয়।
- বিখ্যাত আইন সংকলক - হাম্মুরাবি

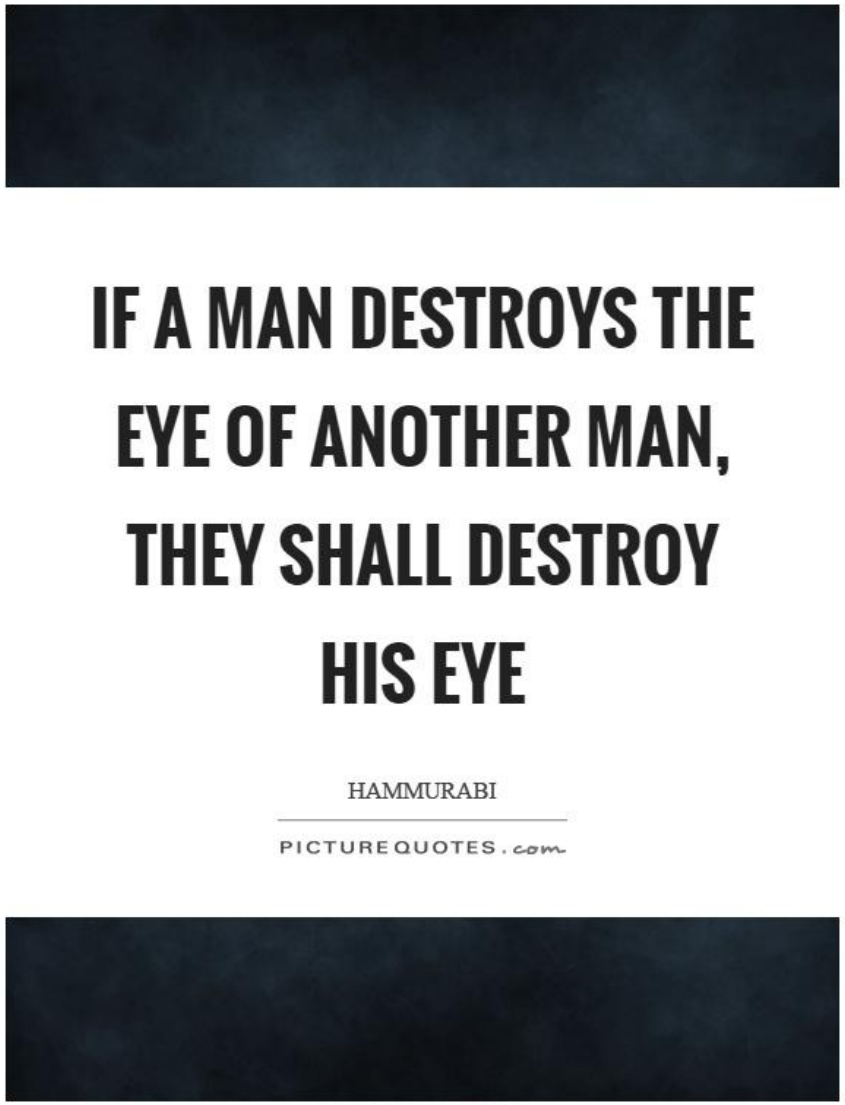
IF A MAN DESTROYS THE EYE OF ANOTHER MAN, THEY SHALL DESTROY HIS EYE
HAMMURABI
PICTUREQUOTES.com
PICTUREQUOTES

The first duty of government is to protect the powerless from the powerful.
Hammurabi
WWW.STOREMYPIC.COM

পৃথিবীর প্রাচীনতম মানচিত্রটিও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার।

গিলগামেশ

- কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা মহাকাব্য।
- যদিও এটির রচনা শুরু হয় সুমেরীয় সভ্যতায়, মূল গল্পগুলোকে অনুবাদ, সংকলন এবং প্রচারিত করার মাধ্যমে গিলগামেশ মহাকাব্যকে সমৃদ্ধ ও স্থায়ী করেছে ব্যবিলনীয় সভ্যতার মানুষরা।

এসিরিয় সভ্যতা

- টাইগ্রিসে তীরে গড়ে উঠেছিল।
- আশুর নামের শহর ছিল এই সভ্যতায়।
- সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি ছিল। (প্রথম লোহার অস্ত্র ব্যবহার হয় এই সভ্যতায়)

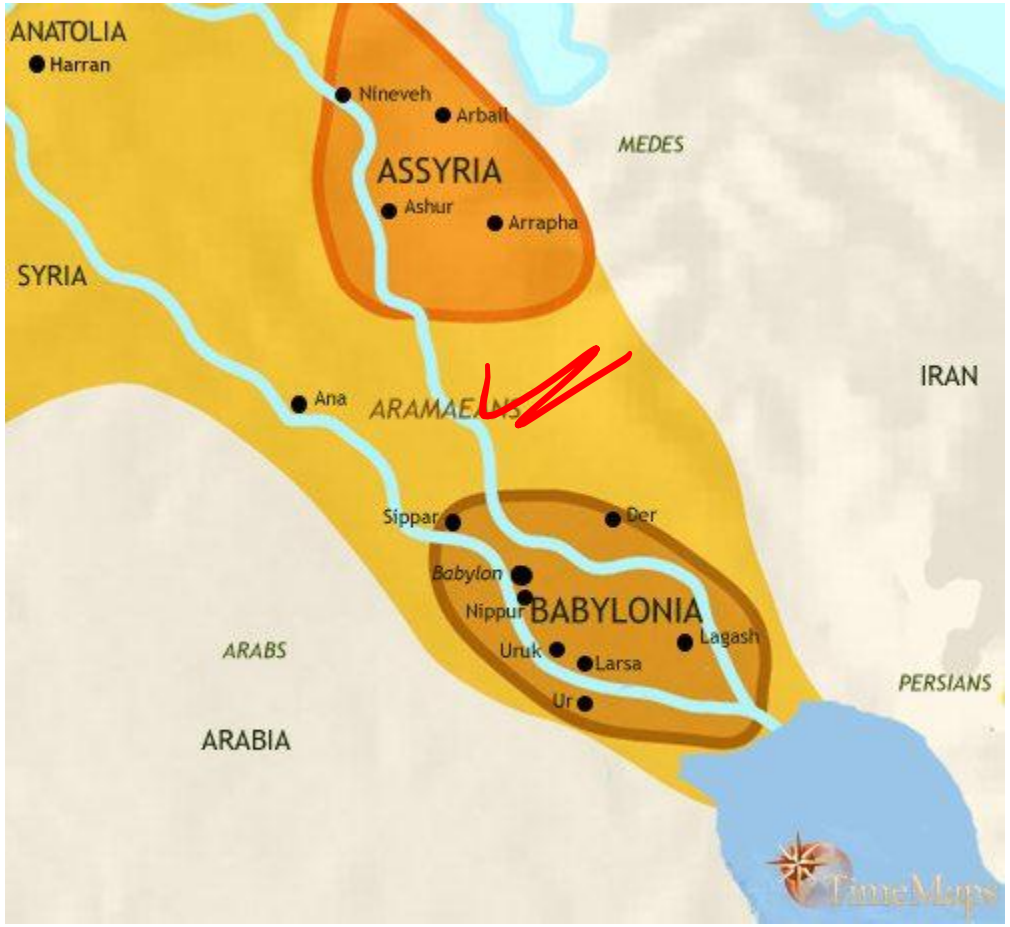

এসিরিয় সভ্যতা

- বৃত্তকে প্রথম ৩৬০ ডিগ্রী তে ভাগ করে।
- প্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে।
- ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য তৈরি করে।

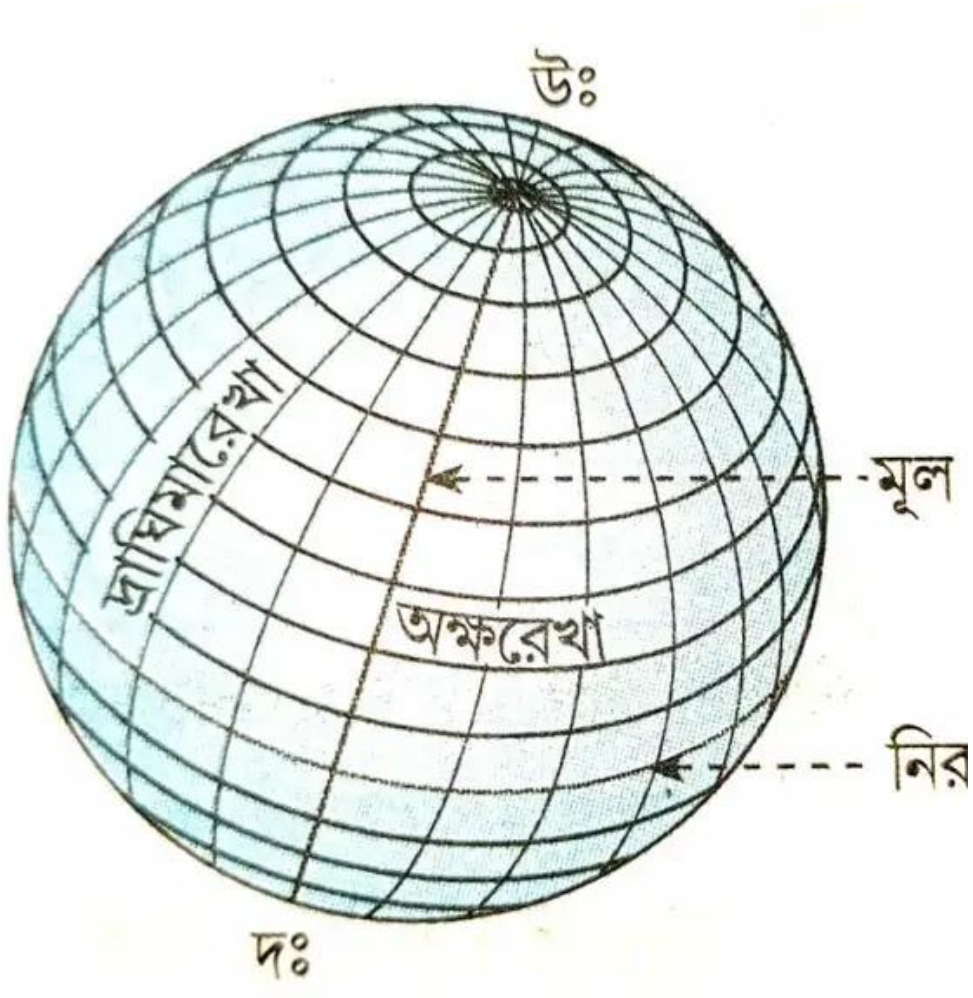

ক্যালডিয় সভ্যতা

- মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় বসবাসকারী সেমিটিক জাতিভুক্ত ক্যালডীয়রা এ সভ্যতা গড়ে তোলে বলে ইতিহাসে এটি ক্যালডীয় সভ্যতা নামে পরিচিত।
- ৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ্যাসিরীয়দের পতনের পর ক্যালডীয়রা ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ও তাদের সভ্যতা গড়ে তোলে বলে এ সভ্যতা নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা নামেও পরিচিত।

ক্যালডিয় সভ্যতা

- নতুন ব্যাবলনীয় সভ্যতা বলা হয়।
- সপ্তাহকে ৭ দিনে ভাগ করে
- দিনকে ১২ জোড়া ঘন্টায় ভাগ করে।
- ১২ টি নক্ষত্রের সন্ধান পান ক্যালডিয়রা যা থেকে ১২ টি রাশিচক্রের সৃষ্টি হয়।

- সম্রাট নেবুচাদনেজারের সম্রাজ্ঞী বাগান করতে পছন্দ করতেন । তাঁরই উৎসাহে সম্রাট নগর দেওয়ালের উপর তৈরি করলেন আশ্চর্য সুন্দর এক বাগান। ইতিহাসে যা ‘ঝুলন্ত উদ্যান' নামে পরিচিত। ‘ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান' [The Hanging Garden of Babylon] প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

মিশরীয় সভ্যতা

- গড়ে উঠেছিল নীল নদকে কেন্দ্র করে
- গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস মিশরকে বলেছেন 'নীল নদের দান'

- প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হত ‘ফারাও’ [Pharaoh]।
- মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড।

- মিশরকে পিরামিডের দেশ বলা হলেও সর্বাধিক পিরামিড রয়েছে সুদানে।
- এছাড়া, বিশ্বের সবচেয়ে বড় পিরামিড গ্রেট পিরামিড অব চলুলা মেক্সিকোতে অবস্থিত।

- ভাস্কর্য শিল্পেও অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছিল এই সভ্যতার মানুষরা।
- মিশরীয় ভাস্কর্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো ‘গ্রেট স্ফীংস অব গিজা’।

পিরামিড অব স্ফিংস

হায়ারোগ্লিফিক

- অক্ষরভিত্তিক মিশরীয় চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফিক'[Hierogryphic]।
- গ্রিক শব্দ 'হায়ারোগ্লিফিক অর্থ পবিত্রলিপি।

- ‘প্যাপিরাস' নামক নলখাগড়া গাছের বাকল দিয়ে তারা সাদা রঙের কাগজ তৈরি করত।

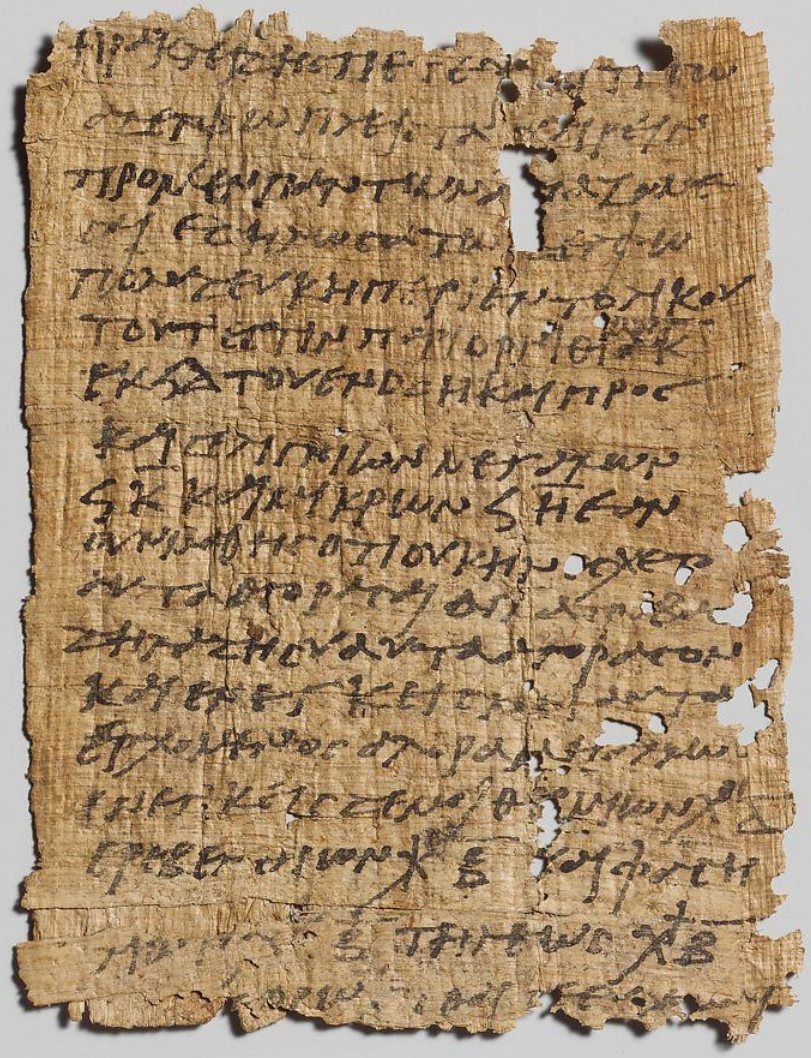

- সর্বপ্রথম ১২ মাসে ১ বছর, ৩০ দিনে ১ মাস এই গণনারীতি চালু করেন।
- ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরু করে।

- চিকিৎসা শাস্ত্রে তারাই সর্বপ্রথম "মেটেরিয়া মেডিকা" বা ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করে।

ফিনিশীয় সভ্যতা

- অবস্থান: লেবানন
- ধ্রুবতারা দেখে দিক নির্ণয় করত।
- জাহাজ নির্মাতা হিসেবে পরিচিত ছিল।

- বর্ণমালা উদ্ভাবন
- ২২ টি ব্যাঞ্জনবর্ণ উদ্ভাবন করে।
- আধুনিক বর্ণমালার সূচনা হয়।

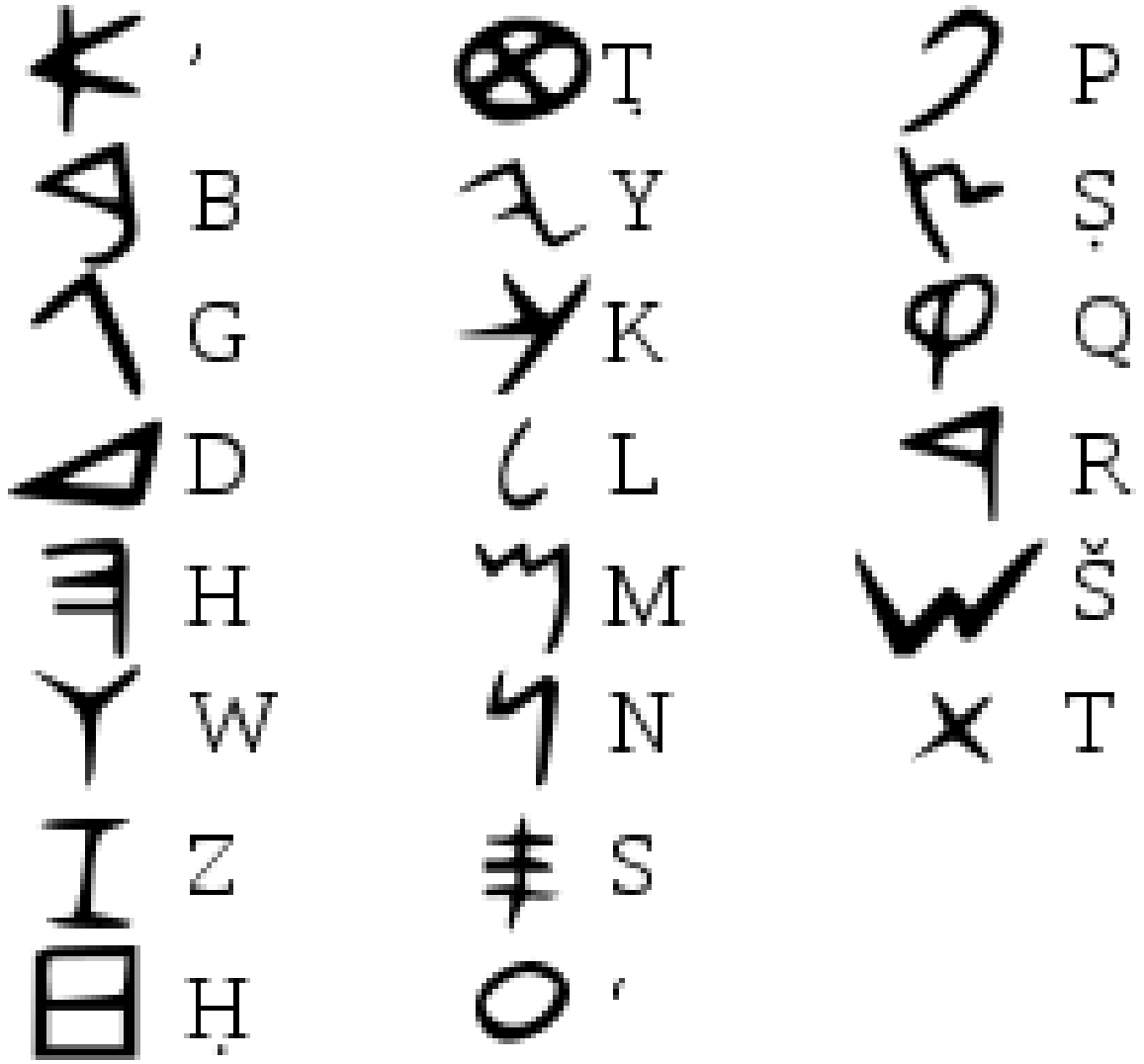

পারস্য সভ্যতা

- আজকের ইরান প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে এখানে আর্যরা এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে।

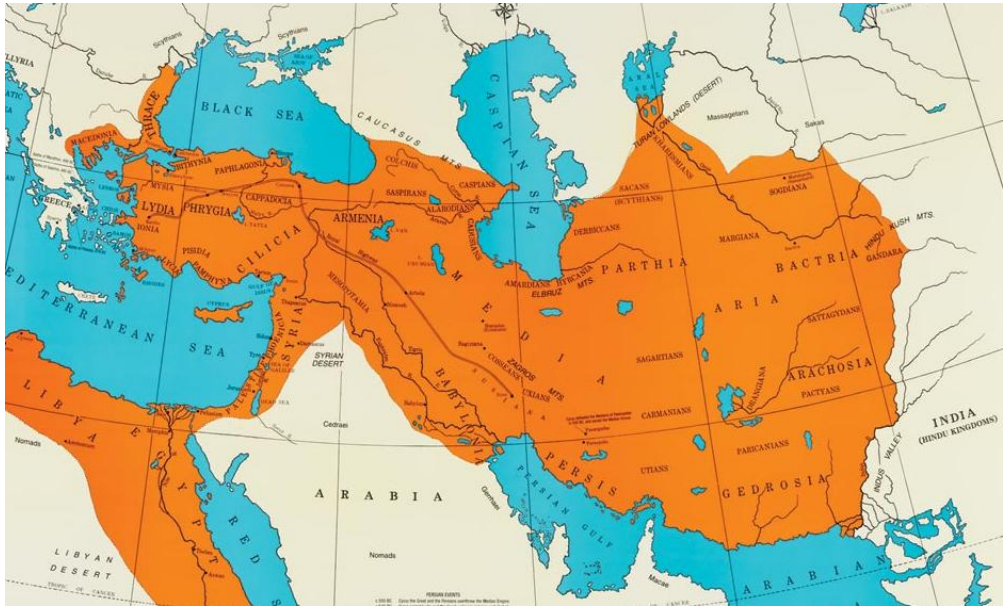

পারস্য সভ্যতা

- সভ্যতার ইতিহাসে দুইটি ক্ষেত্রে পারসীয়দের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সুষ্ঠ ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা নিয়ে আসা।
- জরথুষ্ট্র নামে পারস্যে এক ধর্মগুরু ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। জরথুষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম 'জরথুষ্ট্র' নামে পরিচিত। পারস্যের ইতিহাসে কাইরাস ও দারিয়ুস ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক। ৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার অধিকার করে নেন সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যকে।

হিব্রু সভ্যতা

- প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হিব্রু কোন জাতির নাম নয়। 'হিব্রু' একটি ভাষা। এ ভাষায় কথা বলা লোকেরাই হিব্রু নামে পরিচিত।
- হিব্রুদের আদিবাস ছিল আরব মরুভূমিতে। বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হিব্রুদের বংশধর। হিব্রুরা সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদের কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করে।

সিন্ধু সভ্যতা

- অপর নাম ‘নগর সভ্যতা’
- ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা
- দ্রাবিড় জাতি এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল

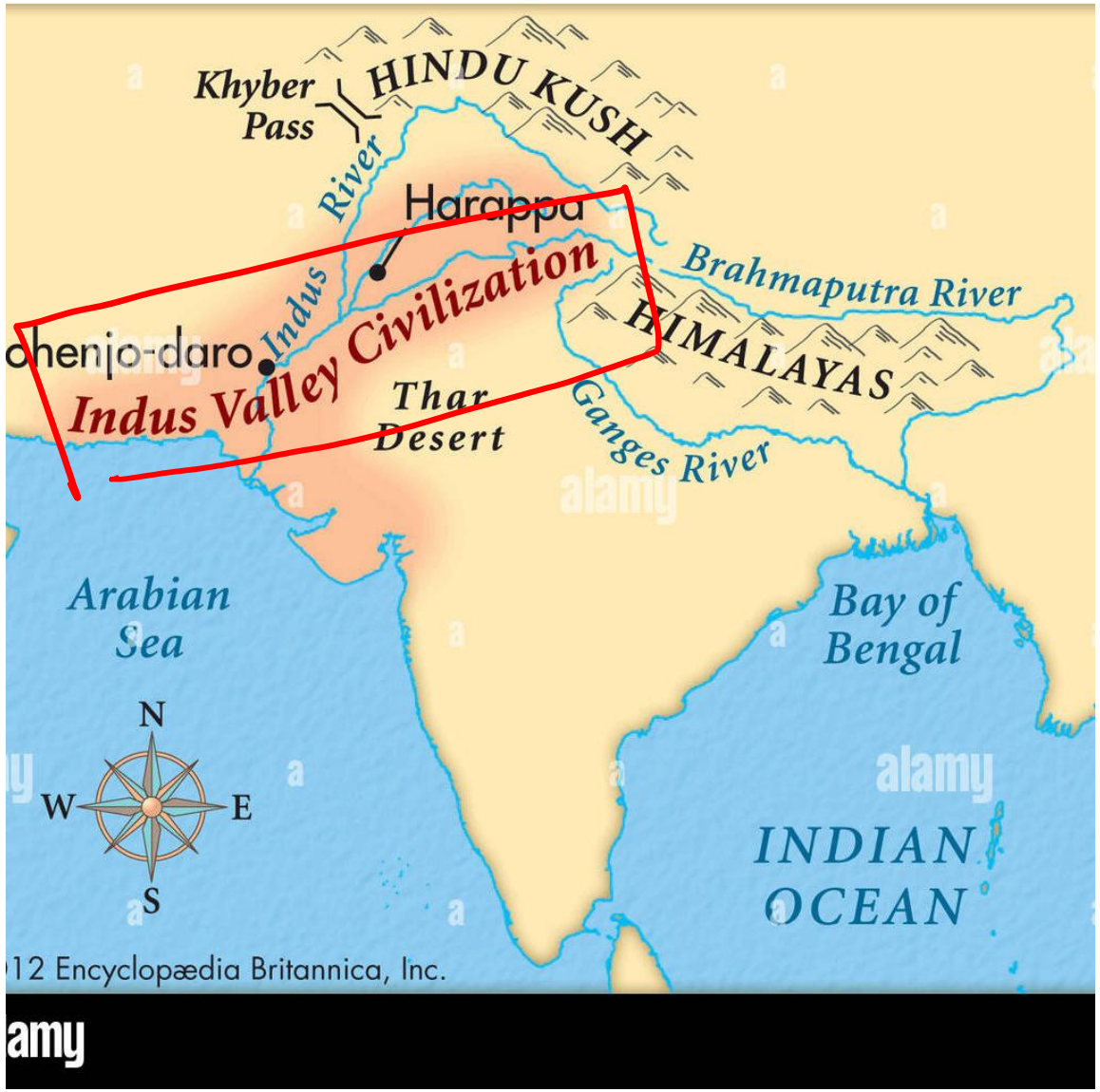

- সিন্ধু সভ্যতার শহর – মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা
- আবিষ্কৃত – ১৯২১ সাল

- আবিষ্কার করেন – রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল

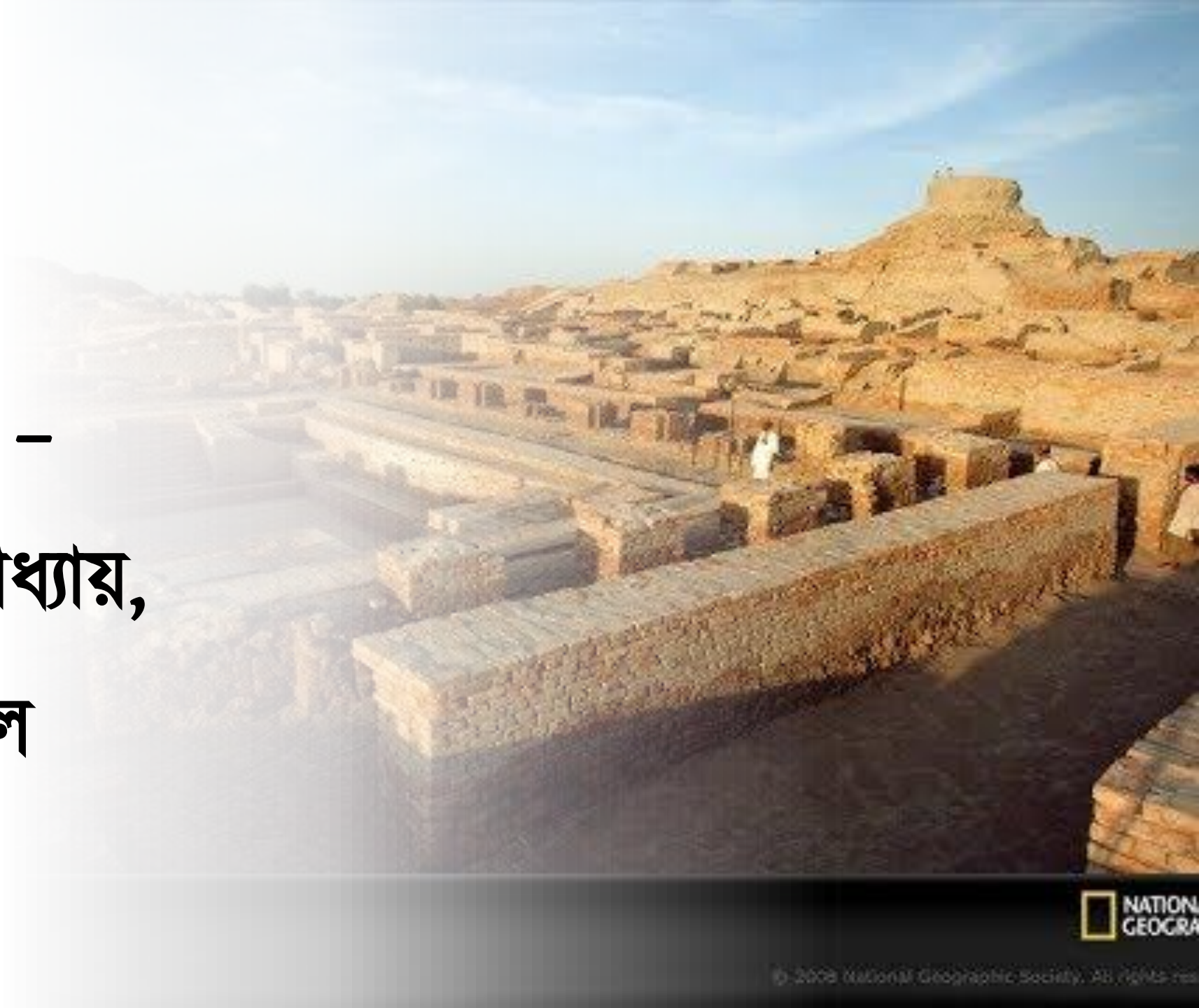

- সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা সংস্কৃতিতে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে।
- পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জাদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত ঢিবি (মহেঞ্জাদারো কথাটির অর্থও তাই)।
- বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্রযুগের নিদর্শন। একই সময়ে ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানী প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরও বহু নিদর্শন আবিষ্কার করে।
- উপমহাদেশের প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে।
- পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

- ঐতিহাসিকরা মনে করেন, পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল।
- আবার কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ১৫০০ অথবা ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটে। মার্টিমার হুইলার মনে করেন, এই সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে ২৫০০-১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

সিন্ধু সভ্যতার সভ্যতার অবদান

- সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম পরিকল্পিত নগরায়নের ধারণা দেয়-সিন্ধু সভ্যতা। এখানে নগরবাসীদের সকল সুবিধা দেয়া হয়েছিল।
- যেমন- রাস্তাঘাট, সরবরাহকৃত পানি, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, স্নানাগারের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন, শহরে বাতি দ্বারা আলোকিত করা প্রভৃতি।

সিন্ধু সভ্যতার সভ্যতার অবদান

- সিন্ধু সভ্যতা বাটখারা ব্যবহার করে ভর নির্ণয়ের মতো পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। এছাড়াও স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ মাপার পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছিল।
- মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের চমৎকার উদাহরণ হলো 'বৃহৎ হল।' ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল এ ঘরটি। ঘরে ছিল সারি বাঁধা বেঞ্চ আর সামনে মঞ্চ। এটি একটি সভাগৃহ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

সিন্ধু সভ্যতার সভ্যতার অবদান

- মহেঞ্জোদারোতে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নিদর্শন পাওয়া গেছে যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চা ছিল যা সাঁতার কাটার উপযোগী।
- এই সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে একটি নৃত্যরত নারীমূর্তি পাওয়া গেছে।

চৈনিক সভ্যতা

- তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
- প্রথমটি হোয়াংহো [Yellow river/ পীত নদী] নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে আর তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনে গড়ে উঠেছিল।
- চীনের প্রাচীনতম দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে
- চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস।

চৈনিক সভ্যতার অবদান

- ঘুড়ির উৎপত্তি
- চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ
- আইডিওগ্রাফ নামক লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবন
- ব্রোঞ্জ জিনিসপত্র বেশি ব্যবহার হওয়ায় এই সভ্যতা ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি নামেও পরিচিত।

- গ্রেট ওয়াল অফ চায়না মূলত উত্তরের যাযাবর জাতি (বিশেষত হুন) এর আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এছাড়া সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সাম্রাজ্যের ঐক্যের প্রতীক হিসেবেও এর গুরুত্ব ছিল।
- গ্রেট ওয়াল অফ চায়নার প্রথম একীভূত নির্মাণ শুরু করেন চীনের প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াং (২২১ খ্রিস্টপূর্ব), কিন্তু বর্তমানে যে রূপ দেখা যায় তার বেশিরভাগই মিং রাজবংশ (১৩৬৮–১৬৪৪) নির্মাণ করেছে।

গ্রিক সভ্যতা

- গ্রিসের মহাকবি হোমারের ‘ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। উনিশ শতকের শেষে হোমারে কাহিনি আর কবিতায় তা সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সঠিক ইতিহাস।
- ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় উন্নত এক প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশ নগরীর ধ্বংসস্তূপের। যাকে বলা হয় ইজিয়ান সভ্যতা বা প্রাক-ক্লাসিক্যাল গ্রিক সভ্যতা।
- ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং ইজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে এই সভ্যতা। এই সভ্যতাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ROMANIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
SERBIA
MONTENEGRO
KOSOVO
BULGARIA
BLACK SEA
ADRIATIC SEA
NORTH MACEDONIA
ALBANIA
ITALY
GREECE
AEGEAN SEA
TURKEY
Athens
AEGEAN SEA
IONIAN SEA
SEA OF CRETE
MEDITERRANEAN SEA
0 100 200 mi
0 150 300 km
© Encyclopædia Britannica, Inc.

EUROPE
N
W
E
S
Black Sea
Asia Minor
TURKEY
Aegean Sea
ASIA
Mediterranean Sea
© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

- মিনোয়ান সভ্যতা

- ক্রিট দ্বীপে এই সভ্যতার উদ্ভব। এর স্থায়িত্ব ধরা হয়েছে ৩০০০ থেকে ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত।

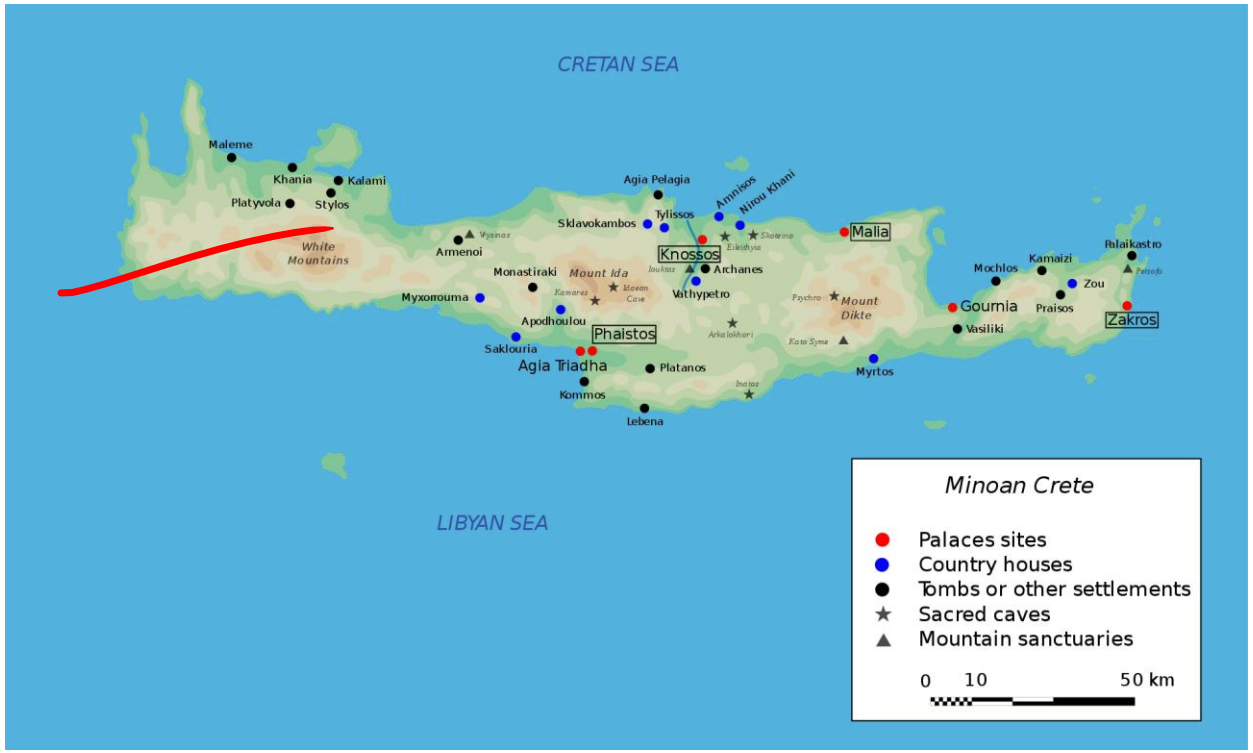

- মাইসিনিয় বা ইজিয়ান সভ্যতা
- গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল ১৬০০-১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

- ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল

- গ্রিস দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ইজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

- গ্রিকসভ্যতার সঙ্গে দুইটি সংস্কৃতি জড়িত। একটি 'হেলেনিক' অপরটি 'হেলেনিস্টিক'।
- গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে ঘিরে গড়ে উঠেছে 'হেলেনিক' সংস্কৃতি।
- গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অ-গ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতির। ইতিহাসে এ সংস্কৃতি 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' নামে পরিচিত।

- সাহিত্য

- হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য গ্রিক সাহিত্যের অপূর্ব নিদর্শন।
- গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন 'সোফোক্লিস'। তিনি একশ'টিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে- রাজা ইডিপাস, আন্তিগোনে ও ইলেক্ট্রা অন্যতম।

- ধর্ম

- গ্রিকদের বারোটা দেব-দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীরযোদ্ধাদের পূজা করত।
- জিউস ছিল দেবতাদের রাজা।
- 'অ্যাপোলো' ছিল সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিল সাগরের দেবতা। বারো জনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এই চারজন।
- ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে 'অ্যাপোলো' দেবতার পূজা করত।

- দর্শন

- পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে- এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শন চর্চার সূত্রপাত ঘটে।

- গ্রিক দার্শনিক থ্যালেস প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন।

- গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বলা হতো সফিস্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস তাঁদের অনুসারী ছিলেন।

- সক্রেটিস ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে খ্যাতমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সং নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও দেন তিনি।

- সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন প্লেটো, যিনি গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

সত্যের পথে এসো আলেকজান্ডার

সক্রেটিস-প্লেটো-এরিস্টটল-আলেকজান্ডার

- স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

- পার্থেনন মন্দির বা দেবী এথনার মন্দির স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে।

- খেলাধুলা
- ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয় অলিম্পিক গেমস।
- প্রতি ৪ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হতো।
- এই উৎসব সাংস্কৃতিক ঐক্য তৈরি করেছিল।

- **বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য**
- পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র আঁকেন আনাক্সিমান্ডার।
- পৃথিবীকে গ্রহরূপে ঘূর্ণায়মান হিসাবে প্রথম ব্যাখ্যা করেন গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক)।
- উপকূলবর্তী সমুদ্রবন্দরগুলির কারণে বাণিজ্যে অগ্রগতি হয়।
- বাজার ও জনসমাগমের স্থান: 'Agora'।

রোমান সভ্যতা

- গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টিবের নদীর তীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। ইতালির পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছোট শহর রোমকে কেন্দ্র করে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইন্দো- ইউরোপীয় গোষ্ঠী একদল মানুষ ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উত্তর ইতালিতে বসতি গড়ে তোলে। এদের বলা হত ল্যাটিন। ক্রমে এদের ভাষা ল্যাটিন ভাষা' নামে পরিচিতি পায়। ল্যাটিন রাজা রোমিউলাস একটি নগরীর পত্তন করেন। রাজার নামেই নগরীর নাম হয় রোম।

- দাস শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল রোমের অর্থনীতি। দাসদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হত। অবশেষে স্পার্টাকাস নামক একজন দাসের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় দাস বিদ্রোহ। বিদ্রোহী দাসরা দুইবছর দক্ষিণ ইতালিতে টিকে ছিল। স্পার্টাকাস ৭১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নিহত হলে দাস বিদ্রোহের অবসান হয়।
- রোমের সবচেয়ে খ্যাতিমান সম্রাট ছিলেন জুলিয়াস সিজার। তিনি ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমের সম্রাট হন। কিন্তু রোমে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র প্রবল হতে থাকলে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস নামের দুই অভিজাতের হাতে জুলিয়াস সিজার নিহত হন। এবার গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে রোম। অবশেষে তিন নেতা একযোগে ক্ষমতায় আসেন। এরা হলেন অক্টেভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি এবং লেপিডাস। এ তিনজনের একত্র শাসনকে ইতিহাসে 'ত্রয়ী শাসন' বলা হয়। ত্রয়ী শাসন বেশিদিন টেকেনি।

- অক্টেভিয়াস সিজার প্রথমে পরাজিত করেন লেপিডাসকে। এন্টনি মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তিনিও পরাজিত হন অক্টেভিয়াস সিজারের হাতে। এভাবে রোমান সম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে অক্টেভিয়াস সিজার অগাস্টাস সিজার উপাধি গ্রহণ করেন।
- অগাস্টাস সিজারের রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিষ্টের জন্ম হয়। অগাস্টাস সিজার ১৪ সালে মারা যান। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাজ্যের পতন হয়।
- শেষ রোমান সম্রাট ছিলেন ফিচেল রোমিউলাস আগাস্ট্রুলাস।

- প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল- স্পার্টা এবং এথেন্স।
- স্পার্টা ও এথেন্স উভয় দেশএকে অন্যের শত্রু ছিল- এথেন্স তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে একটি জোট গঠন করে যার নাম- ডেলিয়ান লিগ
- স্পার্টা তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলো নিয়ে যে জোট গঠন করে তার নাম- পেলোপনেসীয় লিগ
- এই ২ জোটের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার নাম— পেলোপনেসীয় যুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে)-
- প্রাচীন গ্রীসে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয়- এথেন্সে
- এথেন্সে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন— পেরিক্লিস

- খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। ইতিহাসের পাতায় 'Twelve Tables বা বারো বিধি' নামে পরিচিত সেই আইনের মাধ্যমে রোমে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।
- প্রায় বারটি ধাপে রোমের সকল নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রণীত সেই বারো টেবিল আইনটি আজও ইতিহাসবিদগণের নিকট এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়।

- স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল রোমের। সম্রাট হাড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যনথিয়ন রোমের একটি বড় স্থাপত্য নিদর্শন।
- রোমে 'কলোসিয়াম' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। এখানে একসাথে ৫,৬০০ জন দর্শক বসতে পারত।

মায়া সভ্যতা (Maya Civilization)

- পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা এবং আমেরিকা অঞ্চলের প্রথম সভ্যতা হলো মায়া সভ্যতা।
- মায়া সভ্যতার বিস্তৃতি ছিল সমগ্র মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকোতে।
- বর্তমান মেক্সিকো, গুয়েতেমালা, সালভাদর, বেলিজ ও হন্ডুরাস ছিল এ সভ্যতার পীঠস্থান।
- মায়া সভ্যতা ছিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ সভ্যতা। প্রাক কলম্বিয়ান সময়ের মায়া সভ্যতা একটি একটি বড় শহর ছিল চিচেন ইৎজা (Chichen Itza)।
- এই প্রাগৈতিহাসিক শহরটি ইউনোস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে বিবেচিত।

চিচেন ইৎজার এল ক্যাস্টিলো

- অন্য নাম: কুকুলকানের পিরামিড
- এটি মায়া মিথ এবং প্রাকৃতিক জ্যোতির্বিদ্যা চক্রের প্রতীক, যা মায়া সভ্যতার জ্ঞান ও বিশ্বাসকে তুলে ধরে।

আজটেক সভ্যতা (Aztec civilization)

- বর্তমান মেক্সিকো, গুয়েতেমালায় এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মায়া সভ্যতার পতনের কয়েক শতাব্দী পর এ সভ্যতা সৃষ্টি হয়।
- অ্যাজটেকদের প্রধান কৃষিজ পণ্য ছিল ভূট্টা।
- পনের শতকে স্প্যানিশদের আগমনের পর এ সভ্যতা ধ্বংস হয়।
- এই নগরের ধ্বংসের ওপরই গড়ে উঠেছে আজকের মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটি।

ইনকা সভ্যতা (Inca Civilization)

- ইনকা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর দক্ষিণাঞ্চলে। এই সভ্যতাকে সবচেয়ে আধুনিক সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ইনকারা সর্বপ্রথম পানির সাহায্যে সেচ পদ্ধতি আবিষ্কার করে।
- ষোড়শ শতাব্দীতে ইনকা সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে।
- আজও ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় মাচুপিচুতে (Machu Picchu)।